বাংলার যমুনা নদী আজ বিপন্ন

যমুনা বাঁচাতে পদযাত্রা

জমায়েত : ১৪ মার্চ, ২০১৯ হরিনঘাটা বাজার সময় : সকাল ৮টা

উদ্যোক্তা : বিজ্ঞান দরবার ও পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর

যোগাযোগ : ৯৪৭৪৩৩০০৯২ / ৯১৪৩২৬৪১৫৯ / ৯৩৩১০৩৫৫৫০ / ৯২৩১৫৪৫৯১

নদী মাতৃক দেশ আমাদের ভারতবর্ষ । এর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত নদী , বিশেষত গাঙ্গেয় সমভূমিতে এর সবচেয়ে বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে । এই নদীই দিয়েছে সভ্যতার জন্ম।সভ্যতার বিস্তৃতির সাথে সাথে আমরা নদীর দখল নিতে শুরু করেছি প্রায় । সে চাষই হোক বা বসবাস বা প্রয়োজনে বিরাট বাঁধ । এই ভাবে সুজলা সুফলা বাংলা থেকে একের পর এক বহু নদী হারিয়ে গেছে । এমনই একটি মৃতপ্রায় নদী বাংলার যমুনা । হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্ম নিয়ে ক্রমে নদীয়া হয়ে উত্তর ২৪ পরগণার শেষ প্রান্ত স্বরূপ নগর থানার চারঘাটে এসে মিলিত হয়েছে । প্রায় ১০০ কি.মি. প্রবাহিত এই নদীর উৎসমুখ ভাগীরথী ও মোহনা ইছামতি । বর্তমানে উৎসমুখ থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. এই নদীর অস্তিত্ব একেবারে নেই বললেই চলে । শুধুমাত্র হরিনঘাটা থেকে চারঘাট এই ৭০ কি.মি. নদীর অস্তিত্ব ক্ষীণ , মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যমুনা মৃত্যুর সাথে সাথে এর প্রায় ১২টি শাখানদী ও প্রায় ৯টি উপনদী ও ৫০টির বেশি বিল আমরা হারিয়েছি । যমুনার অস্তিত্ব ক্ষীণ হওয়ার ফলে যমুনা অববাহিকায় থাকা গ্রাম বা জনপদগুলি আজ আর্সেনিকের করাল গ্রাসের মুখে । হরিনঘাটা এলাকার মোল্লাবেলিয়া ,দত্তপাড়া ,নোনাঘাটা ,গাইঘাটা ও নগর উখড়া এলাকার বহু মানুষ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । যমুনার অববাহিকায় ২০০ বর্গ মাইল এলাকায় ৪লক্ষ বিঘা কৃষি জমি রয়েছে যা প্রতি বছর বন্যা ও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় । শুধুমাত্র হরিনঘাটা ব্লকেরই প্রায় দু-আড়াই হাজার মৎসজীবি যমুনার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । এদের জীবন জীবিকা হারাতে হয়েছে এই নদী অবলুপ্তির সাথে সাথে । পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মুখ ফিরিয়েছে পরিযায়ী পাখিরা । হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার পরিচিত মাছ ।বাস্তবে যমুনা এখন একটি আঞ্চলিক ড্রেন । অথচ আমরা সকলেই জানি ২০০০ সালের বন্যায় কি ভয়ানক চেহারা নিয়েছিল শান্ত এই নদীটি । কৃষিজমি, গবাদি পশু ঘরবাড়ি ধুলিসাৎ করে দিয়েছে এক লহমায় ।

আসুন শুধু নিজেদের জন্য আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই নদীটিকে আমাদের বাঁচাতে হবে । ১৯১৯ সালে প্রথম ও শেষবারের মত পুরো যমুনা অববাহিকায় সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিল বৃটিশ শাসকরা । গোবরডাঙ্গার জমিদার গিরিজা প্রসন্নের হাজারো মানুষ সেদিন পথে নেমেছিলেন যমুনাকে বাঁচাতে ।

আসুন বন্ধু, আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আবার এই যমুনা নদী বাঁচানোর দাবি তুলি।

যমুনা আমদের সকলের নদী তাই এই যমুনা নদী বাঁচানোর আন্দোলনকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন বলে জনসমক্ষে তুলে ধরি । আর এই নদীকে বাঁচাতে পারলে অর্সেনিকের সমস্যা দূর হবে । পাশাপাশি চাষের উন্নতি হবে। এর ফলে সমাজ জীবনের প্রভূত উন্নতি হবে ।

যমুনা বাঁচাতে পদযাত্রার সূচি

জমায়েত ১৪ মার্চ : ২০১৯ হরিনঘাটা বাজার সময় : সকাল ৮টা

হরিনঘাটা থেকে ঘোঁজা , নিমতলা , গাইঘাটা হয়ে গোবরডাঙ্গায় পদযাত্রা সমাপ্তি হবে

১৬ মার্চ : পদযাত্রার সমাপ্তি : গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ (প্রীতিলতা গার্লস হাই স্কুলের পাশে) ।

যোগাযোগ : দীপক দাঁ মো : ৯০৬৪৭৫৭৬৮৪

পদযাত্রা সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচি : ১৬ মার্চ : সকাল ১১টা -দুপুর ২টা

যমুনা পদযাত্রার অধিজ্ঞতা বর্ননা , যমুনা বাঁচানোর দাবী নিয়ে আলোচনা ও পরবর্তী পদক্ষেপ

রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীদের সাদর আমন্ত্রণ ।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে জয়দেব দে ও কল্লোল রায় কর্তৃক প্রচারিত ৫০০০/২০.২.২০১৯

E.mail: bijnandarbar1980@gmail.com / ganabjnan@yahoo.co.in